ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা-১২১৫

শেখ হাসিনার মুলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/৪৯২ তারিখ ঃ ১২/১০/২০২০

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক মানব জমিন
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য**

দৈনিক **মানব জমিন** পত্রিকায় ১২/১০/২০২০ তারিখে প্রকাশিত "ওয়াসার দুই কর্মকর্তার ১৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ, তদন্তে দুদক" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার দুইজন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে যে বিশাল বিত্ত বৈভবের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত এবং এতে করে উক্ত দুইজন কর্মকর্তা তথা ঢাকা ওয়াসাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস মাত্র। এটি মানব জমিনের মত একটি জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার কাছে মোটেও কাম্য নয়। এ ধরনের কল্পনাপ্রসূত সংবাদ প্রকাশিত হলে পত্রিকাটির প্রকাশনা, বিশ্বস্ততা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের খ্যাতি সন্দেহাতীতভাবে আরও হ্রাস পাবে। এ ধরনের অসত্য ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশনা পত্রিকাটির প্রকট দৈনদশাই ফুটে উঠে। প্রকাশিত সংবাদটির বিষয়ে ঢাকা ওয়াসা তীব্র প্রতিবাদসহ নিম্নে বর্নিত ব্যাখ্যা প্রদান করছেঃ

১। পদ্মা (যশলদিয়া) প্রকল্পে ব্যবহৃত পাইপের বিষয়ে ইতোপূর্বে বিভিন্ন গণমাধ্যমে নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হওয়ায় কয়েক দফা দুদক বিষয়টি তদন্ত পূর্বক কোন অনিয়ম প্রমাণীত না হওয়ায় তা স্মারক নং ৬৯৩১/১(৩) তাং-২৫/০২/২০১৬, ও স্মারক নং দুদক/বিঃঅনুঃ ও তদন্ত-১/০৫-২০১৫/৩৪৩৬৮/১(৮) তাং ৩০/১১/২০১৫ এর বরাতে নিষ্পত্তি করা হয়। পাইপ এর মানের বিষয়েও নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষজ্ঞ কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে (স্মারক নং ৪৬.০৮৫.০২৭. ০১.০০.০২০.২০১৫-২৩১ তাং ০৭-০৪-২০১৬)। বুয়েটের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, আন্তঃর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থার বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি সহকারে সমন্বিতভাবে পরিদর্শন ও সরেজমিনে পরীক্ষা করে পাইপের গুনগত মান সঠিক আছে বলে প্রমানিত হয়। কাজেই প্রকল্পে নিম্ন মানের পাইপ ব্যবহারের অভিযোগটি মিথ্যা ও নিতান্তই আমূলক।

২। প্রতিবেদনে প্রকল্প ব্যায় তিন হাজার ৮০০ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে যা মোটেও সঠিক নয় এবং প্রকল্প হতে ৫০০ শত কোটি টাকা আত্মসাতের বিষয়টিও বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বিস্ময়কর এবং জনমনে বিভ্রান্তির কারণও বটে। তিনটি ষ্টেজের কাজ সম্পন্ন না করে বিল উত্তোলন করা হয়েছে মর্মে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইউরোপিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Grontmij A/S এর অনুমোদন ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিটি অংশের পৃথক পৃথক পরীক্ষা করে গ্যারান্টি টেষ্ট সম্পন্ন করতঃ সন্তোষজনক কাজ শেষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক ঠিকাদারকে চুক্তি অনুযায়ী বিল পরিশোধ এর প্রস্তাব করা হয়। কাজেই এ বিষয়ে উল্লেখিত অভিযোগটি একেবারেই বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা ।

৩। ৩টি নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইন স্থাপনের সময় সুরক্ষা কেসিং পাইপের জন্য বরাদ্দকৃত ১শ কোটি টাকার পুরোটাই আত্মসাৎ করা হয়েছে মর্মে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য প্রকল্পটি জি টু জি চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন সরকার মনোনীত চাইনিজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স CAMCE কর্তৃক EPC/Turnkey ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। কাজেই এখানে আইটেম ভিত্তিক কাজের বিল প্রদানের সুযোগ ছিলনা। পাইপ লাইন স্থাপন করতে পথিমধ্যে অবস্থিত খাল-নদীর তলদেশ নয় বরং তলদেশের আরও ১৫-২০ ফুট গভীর স্থান দিয়ে অত্যাধুনিক 'পাইপ জেকিং' পদ্ধতি অবলম্বন করে পাইপ স্থাপন করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগন কর্তৃক মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করতঃ তাঁদের যথাযথ অনুমোদন ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হয়। কাজ শেষে যথাযথভাবে কমিশনিং টেষ্ট ও গ্যারান্টি টেস্ট করে পরিশোধিত পানির গুনগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বিদ্যমান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পানি শোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ কোটি লিটার সঠিক আছে কিন্তু ঢাকা শহরের বিদ্যমান নেটওয়ার্কের অপর্যাপ্ততার কারণে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২৪ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪। ২০১২ সালে গৃহিত যে প্রকল্পের মাধ্যমে কমলাপুর ও রামপুরায় যেসমস্ত পাম্প সমূহ স্থাপন করা হয়েছে সে প্রকল্পে ১ জন প্রকল্প পরিচালক ২ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলীর মধ্যে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ১জন নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য কর্মকর্তাগনের সাথে শুধু রামপুরা প্যাকেজের কাজের তত্ত্বাধানে কিছুকালের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। কাজেই প্রকল্পের কাজ শেষ না করেই কিভাবে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছেন প্রকল্পের ১ জন ৩য় স্তরের কর্মকর্তা তা বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য উক্ত প্যাকেজের মোট ব্যয় হয়েছে ১৩৫.০০ কোটি টাকা। তাছাড়া প্রকল্প শেষ না হলে এখন সে পাম্পগুলো চালু আছে কিভাবে? বিষয়টিতে প্রতিবেদকের অপরিপক্কতারই বহিঃপ্রকাশ।

৫। আরও উল্লেখ্য যে, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর স্ত্রীর নামে কোন ঠিকাদারী লাইসেন্স নেই এবং ঢাকা ওয়াসায় কাজ করার কোন প্রশ্নই আসে না। এছাড়া মোঃ রফিকুল ইসলাম যে প্রকল্প দুটিতে অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে কর্মরত ছিলেন তা খ্যাতি সম্পন্ন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাধানে চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক এবং ধানমন্ডি, গুলশান, মালয়েশিয়া ও

কানাডায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, স্পিনিং মিল ও বিলাস বহুল বাড়ির যে অভিযোগসমূহ আনা হয়েছে তা সম্পূর্নরুপে বানোয়াট, মনগড়া ও অসত্য।

৬। ঢাকা ওয়াসা বর্তমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আখতারুজ্জামান তার প্রকল্পের আওতাধীন ICB-02.10 প্যাকেজে কাজের ঠিকাদার নিয়োগ দাতা সংস্থা ও সরকারের সকল নিয়মকানুন অনুযায়ী সর্বনিম্ন রেসপনসিভ দরদাতাকে কাজ প্রদান করেন। এখানে কোন ধরনের নিয়মনীতির ব্যত্যয় করা হয়নি। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আই.এম.ই.ডি) এর মহাপরিচালক ও প্রকল্প দপ্তরের প্রকৌশলীদের সার্বিক উপস্থিতিতে গুলশান-বারিধারা লেকটি সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আই.এম.ই.ডি) প্রকল্পের **উদ্দেশ্য অর্জিত** হয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করেন। গুলশান-বারিধারা লেক দূষণমুক্ত করতে অর্ধশত কোটি টাকার প্রকল্পেও সীমাহীন দূর্নীতি করায় লেকের পানির কোন পরিবর্তন হয়নি মর্মে প্রকাশিত তথ্যটি অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ঢাকা ওয়াসা কর্মচারী বহুমুখী সমিতি সমবায় আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। ঢাকা ওয়াসা কর্মচারী বহুমুখী সমবায় সমিতি নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। ঢাকা ওয়াসা চেয়ারম্যান নিয়োগে কোনো ধরনের অফিস আদেশ জারী করেনি। ঢাকা ওয়াসা প্রকৌশলী মোঃ আখতারুজ্জামানকে কোনো পত্র প্রেরণ করেননি। তবে গ্রোগ্রাম ফর পারফরম্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট (পিপিআই) এর চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত সমিতির আয় ব্যয় ও সম্পদের হিসাব চাওয়া হয়েছিল। উল্লেখিত অর্থবছরগুলিতে প্রকৌশলী মোঃ আখতারুজ্জামান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি। যেহেতু তিনি বর্ণিত সময়ে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি সেহেতু সমিতির আয়-ব্যয় ও সম্পদের হিসাব দেয়ার বিষয়টি তাঁর উপর বর্তায় না। ফলে ঢাকা ওয়াসা কর্মচারী বহুমুখী সমবায় সমিতি'র টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

পরিশেষে, ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক মানব জমিন' পত্রিকার পরবর্তি সংখ্যার একই পাতা ও কলামে হুবহু প্রকাশের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

১২/২০/২০২০

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।